অগ্রগামী
পরিচালিত
বিলম্বিত
লয়
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

wednesday অনুরাধা ফিল্মস্-এর নিবেদন

বিলম্বিত লয়

প্রযোজনা : অজয় বসু ও অনিল সাউ॥ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রগামী॥ কাহিনী : নরেন্দ্র নাথ মিত্র॥ গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুল্‌জার [বম্বে]॥ সংগীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ॥ নেপথ্য সংগীত : মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়॥ আলোক চিত্রশিল্পী : কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী॥ সম্পাদনা : কালী রাহা॥ শব্দযন্ত্রী : মৃণাল গুহঠাকুরতা, অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুভাষ সিংহরায়॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ ও শান্তি চক্রবর্ত্তী॥ দৃশ্যপট গঠন ও অঙ্কন : সুবোধ দাস ও কবি দাশগুপ্ত॥ স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ও শির্বরাম দত্ত॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি॥

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ও তরুণ কুমার দে। আলোক চিত্রে : অনিল ঘোষ। শব্দগ্রহণে : প্রভাত বর্মন, বাবাজী শ্যামল ও কণক ঘোষ। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : বলরাম বারুই। শিল্পনির্দ্দেশনায় : সুরথ দাস। রূপসজ্জায় : মুন্সী রাম। সাজ-সজ্জায় : কার্ত্তিক লস্কা। ব্যবস্থাপনায় : কার্ত্তিক মণ্ডল। আলোক নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ, কাশী ও সুশীল। দৃশ্যপট গঠনে : বজু সরদার, ছেদীপাল, চিরঞ্জীব। সম্পাদনায় : সুকুমার সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় : অলোক দে ও জয়ন্ত শেঠ।

ভূমিকা লিপি :

উত্তম কুমার। সুপ্রিয়া দেবী। দীপা চ্যাটার্জী। নির্মল কুমার। অসিতবরণ। শ্যামল ঘোষাল। তরুণ কুমার। মৃণাল মুখার্জী। মণ্টু ব্যানার্জী। সলিল দত্ত। শৈলেন গাঙ্গুলী। রতন ব্যানার্জী। কণিকা মজুমদার। শোভা সেন। পদ্মা দেবী। মীরা চক্রবর্ত্তী। জ্যোৎস্না ব্যানার্জী। অনিতা দত্ত। মিতা দত্ত। জয়ন্তী ঘোষ। রুনু ভট্টাচার্য্য। বিমল মিত্র। রমেশ ব্যানার্জী। সুব্রত সেন। বিমল ব্যানার্জী। ধীরেন মিত্র। হীরেন মুখার্জী। ডাঃ বলাই চন্দ্র দাস। প্রমথ নাথ রায়। সুনির্মল চ্যাটার্জী। জীবন কর্মকার। সুহৃত মিত্র। সুপ্রিয় মিত্র। নির্মল ভট্টাচার্য্য। রাজা ভট্টাচার্য্য। প্রশান্ত মুখার্জী। ফিরোজ চৌধুরী। মিঃ লাহিড়ী। মুক্তো ঘোষ। প্রণব বোস। নিমাই দত্ত। সমর মুখার্জী। মিশিরজী। খোকন দেব। দিলীপ দেব। মাঃ অরিন্দম। টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও-তে আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আনন্দবাজার পত্রিকা, রীফিউজী হ্যাণ্ডিক্র্যাফট (গড়িয়াহাট), ক্যাপিটাল ওয়াচ কোং, সুন্দরম্, পার্ক হোটেল, জি. এস. ব্রাদার্স, আর্ট এণ্ড প্রিন্টস্, এইচ. এম. ভি., মাদার্স হোম. সেন্ট. পল. চার্চ., ক্রীশ্চান বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, দি ফিউনালার পার্লার. গীতাঞ্জলি, হস্পিটল এ্যাপলায়েন্স. জে. এন. ঘোষ, শঙ্কর ফার্ম্মেসী, রায় ব্রাদার্স, এম. রহমান, রজনীকালাল. ডানিয়াল টী এম্পোরিয়াম, শ্রীনির্মল ব্রহ্মচারী. শ্রী পি. এন, ব্রহ্মচারী, আধীশ নাথ সিংহ, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী. শ্রী এস. বি. মণ্ডল, শ্রীরাম সিং, শ্রীকমল ঘোষ. রেভাঃ এস, বিশ্বাস, মিঃ এস. সোম. শ্রীরবিন মণ্ডল, শ্রীরবিন বিশ্বাস, শ্রীপ্রকাশ কর্মকার, শ্রীউৎপল বোস, শ্রীসুবীর সেন, শ্রীগোপাল স্যান্নাল, শ্রীনৃপেন মজুমদার। শ্রীজ্যোতি বিশ্বাস. শ্রী এ. সেন, লেডী রাণু মুখার্জী, শ্রীগ বেবী ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণ গুপ্তা, শ্রীঅসীম সরকার, শ্রী এস. এম. নাকী।

পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড॥

মৃগাঙ্ক আর অদিতি, একজন ছবি আঁকে আর একজন গান গায়। ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসে, আর বিয়েটাও করে ফেলে একদিন দু'জনারই বাড়ীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। মৃগাঙ্কর বাবা মধ্যবিত্ত পুরানো কালের গোঁড়া মানুষ, একজন খৃশ্চান মেয়েকে তার ছেলে বিয়ে করবে ভাবতেই পারেন না। আর অদিতির দাদা অর্থ কৌলিন্য জনিত শ্রেণী পার্থক্যে বিশ্বাসী। বড়লোক বাবার মেয়ে অদিতি বাপের বাড়ী থেকে মোটা টাকাই এনেছিল, কিন্তু বেহিসেবী শিল্পী মৃগাঙ্কর উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্য সেই টাকা উড়ে যেতেও বেশী সময় নিল না। অদিতির কোন চেষ্টায় কোনো ফল হ'ল না। ছবির মত সাজান সংসারে কালো মেঘের ছায়া পড়ল। অদিতি স্কুলের চাকুরী নিলো। কিন্তু শুধু চাকুরীতে কোনমতে চলে—ভালভাবে চলে না। অদিতির গান ভালই জানা ছিল, এবার তার চেষ্টা শুরু হলো গান গেয়ে কিছু রোজগারের। মৃগাঙ্ক ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে তাদের সম্পর্ক। অদিতি এখন তার নতুন আমিত্বে স্বাধীন, বল্গাহীন। মৃগাঙ্কও চাকুরীর চেষ্টা করে, সে তার শিল্পকে নামিয়ে আনবে না—কোন আপোষই করবে না, জনতার চাহিদার সঙ্গে। ছবি তার বিক্রী হয় না, পড়ে থাকে দোকানে, অথচ ওদিকে অদিতি দ্রুত এগিয়ে চলে তার গানের জগতে। তারসাফল্যের পাশে মৃগাঙ্ক নিজের ব্যর্থতায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। এ যেন তাদের এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা—নারী ও পুরুষের আধিপত্যের লড়াই। মৃগাঙ্কর প্রদর্শনী ব্যর্থ হয়। অদিতির গানের

কাহিনী

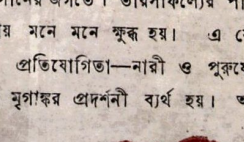

রেকর্ড বাজার মাত করে। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে শুরু হল মন কষাকষি, অপ্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্য ঝগড়া। ওদের তুজনের মধ্যে আর একজন ছিল নীরব ব্যথিত দর্শক—সে এডিথ। অদিতিদের বাড়ীতে ছোটবেলা থেকে মানুষ হওয়া অনাথ আশ্রমের মেয়ে। তার কিছুই করার ছিল না, তবু সে তার ক্ষীণ চেষ্টায় বাঁচাতে চায় এদের তুজনের—সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্ক কাঁচের বাসনের মতো, তাতে একবার চিড় খেলে আর জোড়া লাগে না। মৃগাঙ্ক আর অদিতির তাই হলো, ভেঙ্গে গেল ওদের বন্ধন—অবশ্যই আর একজনকে নীরবে দিতে হলো অনেককিছু—একটি মেয়ের যথা সর্বস্ব—এডিথের সুনাম। মিথ্যে পাপের কালি মেখে এডিথ সুগম করে দিল ওদের তুজনের বিচ্ছেদ। তারপর তিনজনেই ছিট্‌কে পড়লো তিনদিকে। মৃগাঙ্ক গেল ইউরোপ —কিছু টাকা পেয়ে—আর এদিকে মুক্ত অদিতির সৌভাগ্যের রথ তখন বেগে ঊর্দ্ধমুখী। এডিথ আবার অনাথ আশ্রমে ফিরে গেল। অনেক দিন বাদে মৃগাঙ্ক দেশে ফিরল তখন তার জন্য কোন অভ্যর্থনার শঙ্খধ্বনি হলো না—কারণ একজন ব্যর্থ, রিক্ত, দগ্ধ মানুষের জন্য কারই বা মাথা ব্যাথা থাকবে ? এদিকে অদিতি তখন যশ আর সৌভাগের উচ্চতম শিখরে। একক নির্জ্জনতায় বসে আছে সে ভরা আয়োজনের মধ্যে এক বুক শূন্যতা নিয়ে। মৃগাঙ্কের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হলো এডিথের। এই সম্পূর্ণ বিশ্বাসহীন শূন্য মানুষটি তাকে বেদনায় ভরিয়ে দিল। তার অবচেতন মন তো চেয়েছিল এই মানুষটির সাফল্য, এডিথ অসুস্থ মৃগাঙ্ককে তার বাড়ী নিয়ে এলো। শুরু হোল তার সাধনা—একজন হৃতবিশ্বাস মানুষকে ফিরিয়ে আনার সাধনা! কৃতজ্ঞ মৃগাঙ্ক এডিথকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না—গ্রহণ করল। বিবাহিত জীবনের বন্ধনে তাদের নতুন সংসার আয়োজনহীন, কিন্তু প্রেমে স্নিগ্ধ—সেবায় ভরপুর—আত্মনিবেদনের শিখায় উজ্জ্বল। অদিতি জানতে পারে মৃগাঙ্কর নতুন সংসারের খবর, তার সাফল্যের কথা। হুহু করে ওঠে তার সীমাহীন শূন্যতা। কিন্তু জীবনে কি সব পাওয়া যায় পরিপূর্ণ ভাবে। পূর্ণতার মাঝে অপূর্ণতার সুর বাজায় নিয়তি।

এডিথ বুঝি মৃগাঙ্ককে পরিপূর্ণতার তুয়ার অবধি পৌঁছে দিতেই মৃগাঙ্কের ঘরণী হয়ে কিছুদিনের জন্য এসেছিল। কৃতজ্ঞ মৃগাঙ্ক তাকে বধূরূপে গ্রহণ করলেও মনে মনে তাকে প্রিয়ারূপে বরণ করে নিতে পারেনি, তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তখনও অদিতি।

এডিথের মন এনিয়ে বেদনায় আর্ত্ত হয়ে উঠলেও কোনদিন মৃগাঙ্কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি। যেটুকু সে পেয়েছে তাই নিয়ে সে নিজকে সুখী বলে ভেবেছে।

কিন্তু সামান্য এই সুখটুকুও তার ভাগ্যে বেশীদিনের জন্যে লেখা ছিলনা। সন্তান প্রসবের সময় সে চিরদিনের জন্যে চলে গেল। যাওয়ার আগে সে অদিতিকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল, বোধ করি মৃগাঙ্ককে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে।

সঙ্গীত

(১)

সোনা রোদের গান আমার বেলা শেষের গান
অস্তরাগের রঙিন সুরে রাঙাও আমার প্রান
সোনা রোদের গান আমার বেলা শেষের গান
সব পাখীরা একে একে
সব পাখীরা একে একে ফিরে এলো আকাশ থেকে
সব পাখীরা একে একে ফিরে এলো আকাশ থেকে
দুটি পাখীর আলাপ শুধু হয়নি অবসান
চলার পথের গান আমার বেলা শেষের গান
অস্তরাগের রঙিন সুরে রাঙাও আমার প্রাণ
সোনা রোদের গান আমার বেলা শেষের গান
হাজার সন্ধ্যা এমনি করে
হাজার সন্ধ্যা এমনি করে আসবে নেবে হৃদয় ভরে
পথ হারানো এই যে পথের রঙ হবেনা ম্লান
চিরকালের গান আমার রাঙা সাঁঝের গান
অস্তরাগের রঙিন সুরে রাঙাও আমার প্রান
সোনা রোদের গান আমার বেলা শেষের গান ॥

(২)

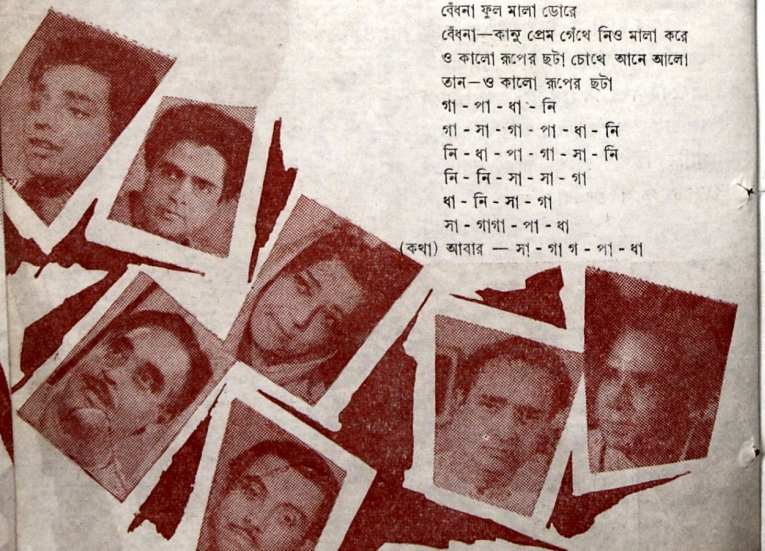

ও আকাশ নীল আকাশ
তুমি সারারাত ধরে যতই সাজোনা তারাদের উৎসবে
সে তো দেখবেনা কিছু দেখবেনা
শুধু আমারি চোখের তারা দেখে দেখে
রাত তার ভোর হবে ও আকাশ নীল আকাশ—
সারাটি ফাগুন জুড়ে
ওগো কোকিল কুহু কোকিল
তুমি যতই গাওনা নতুন নতুন সুরে
সে তো শুনবেনা কিছু শুনবেনা
শুধু আমারি একার গান শুনে শুনে
রাত তার ভোর হবে ও আকাশ নীল আকাশ—
ফুলের পাপড়ি ভরে
ওগো পরাগ রাঙা পরাগ
তুমি যতই সোহাগ দাওনা নিবিড় করে
সে তো মাখবেনা কিছু মাখবেনা
শুধু আমারি মনের রঙ মেখে মেখে
রাত তার ভোর হবে ও আকাশ নীল আকাশ—

(৩)

বেঁধনা—সা - গা - মা
(কথা) বলো … … …
বেঁধনা … … …
ফুল মালা ডোরে
(কথা) না, শোন … … …
ফুল মালা ডোরে
বেঁধনা ফুল মালা ডোরে
বেঁধনা—কানু প্রেম গেঁথে নিও মালা করে
ও কালো রূপের ছটা চোখে আনে আলো
তান—ও কালো রূপের ছটা
গা - পা - ধা - নি
গা - সা - গা - পা - ধা - নি
নি - ধা - পা - গা - সা - নি
নি - নি - সা - সা - গা
ধা - নি - সা - গা
সা - গাগা - পা - ধা
(কথা) আবার — সা - গা গ - পা - ধা
(কথা) হ'ল না, আবার বলো—
সা - গাগা - পা - ধা
ও কালো রূপের ছটা চোখে আনে আলো
কালো রূপ দেখে দেখে আঁখি হ'ল কালো
ওই কৃষ্ণ রূপ দেখে আঁখি হ'ল কালো
কী হবে নয়নে আর কাজল পরে
বেঁধনা ফুল মালা ডোরে
কানু প্রেম গেঁথে নিয়ো মালা করে
বেঁধনা—সা - গা - মা - ধা - সা
মা - ধা - সা
ধা - নি - সা - মা - গা
সা - মা - গা
রে - নি - রে নি - পা
ধা - নি - সা - ধা - নি
গা - মা - পা - গা - পা - মা
কী রূপে রূপসী রাধা কেন বোঝনাকো
কী রূপে রূপসী রাধা কেন বোঝনাকো
নীলাম্বরী সাড়ী তুমি রাখো সখী রাখো
ওই নীলাম্বরী সাড়ী তুমি রাখো সখী রাখো
কৃষ্ণ নামাবলী শুধু পরাও মোরে
বেঁধনা—ফুল মালা ডোরে
কানু প্রেম গেঁথে নিয়ো মালা করে
বেঁধনা—বেঁধনা—বেঁধনা— ।

(৪)

এক বৈশাখে দেখা হলো দু'জনার
জষ্টিতে হলো পরিচয়
আসছে আষাঢ় মাস মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়—কী জানি কী হয়
এক বৈশাখে দেখা হলো দু'জনার
তখনি তো হলো দেখা দেইনা নয়ন কিছু চেয়েছে
জানাজানি হয়ে গেছে অধর যখন কথা পেয়েছে
জানিনাতো কি যে হবে এরপরে কিছু পেলে এ হৃদয়
আসছে আষাঢ় মাস মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়—কী জানি কী হয়
এক বৈশাখে দেখা হলো দু'জনার
জষ্টিতে হলো পরিচয়
আসছে আষাঢ় মাস মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়—কী জানি কী হয়
প্রথমে চমক ছিল তারপরে ভালোলাগা এসেছে
ডুবে গেছে সেই মন যে মন খুশীর স্রোতে ভেসেছে
জানিনা তো কি যে হবে সব কিছু হয়ে গেলে তন্ময়
আসছে আষাঢ় মাস মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়—কী জানি কী হয়
এক বৈশাখে দেখা হলো দু'জনার
জষ্টিতে হলো পরিচয়
আসছে আষাঢ় মাস মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়—কী জানি কী হয়

(৫)

আঁকাবাঁকা পথে যদি মন হয়ে যায় নদী
তীর ছুঁয়ে বসে থাকিনা আমাকে ধরে রাখিনা
আঁকাবাঁকা পথে যদি মন হয়ে যায় নদী
তীর ছুঁয়ে বসে থাকিনা আমাকে ধরে রাখিনা
খোলা আকাশের নীচে ছুটে চলি সারা বেলা
ছায়া দিয়ে পথ ঢাকিনা আমাকে ধরে রাখিনা
ওই যে যাযাবর পাখী ডানা মেলে
পালকে কিছু লিখে দিয়ে গেল ফেলে
ওই যে যাযাবর পাখী ডানা মেলে
পালকে কিছু লিখে দিয়ে গেল ফেলে
ওখানে ভেসে গেছি ওবলে মিশে গেছি
যারকে পিছু ডাকিনা—ও—ও—ও—
আঁকাবাঁকা পথে যদি মন হয়ে যায় নদী
তীর ছুঁয়ে বসে থাকিনা আমাকে ধরে রাখিনা
এই যে দূর থেকে আরো দূরে এসে
নিজেকে নিয়ে চলি নাম হারা দেশে
এই যে দূর থেকে আরো দূরে এসে
নিজেকে নিয়ে চলি নাম হারা দেশে
পাথেয় হল শুধু পথেরি ভালোবাসা
কাউকে কিছু ডাকিনা—ও—ও—ও—

(৬)

দোঁহা তাপ চড়ুহে তো ওয়েদ্ বোলাইকে
তনকে রোগ উতারে
মন কা রোগ না যায়ে রামা লাখ্ যতন কর হারে
মন ক্যাহাঁ লাগে মোরা চায়েন গাঁওয়াই দীওরে,
ন্যায়ন্ লাগে বৈরী ন্যায়না, রাত জাগাই দীওরে
ক্যাহেতে ন্যায়না সুনতে ন্যায়না
প্রীত কি অক্ষী দো বাতীয়াঁ,
ঝুটমে কাহী লাগে রামা
ও-হেম্ সে লম্বী ইয়ে রাতীয়াঁ।
ক্যাসো রোগ লাগাই দীওরে
কাহে ছুলকেঁ, ভিজি পলকেঁ
রোতে হাঁসতে স্বপ্নামে
রোগ ল্যাগে হ্যায় যোগনেয় যায়সি
দো সন্সারী আঁখিয়াঁ মে
কোন ইয়ে পাঠ্ পড়াহাই গেওরে

স্নুচিত্রা-উত্তম অভিনীত
গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত
এস-এম ফিল্মসের

নবরাগ

পরিচালনা : বিজয় বসু
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জ্জি
বিকাশ - বাসবী - জহর - বিজন

আমাদের
সব ছবিই
বড় ছবি

চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনা

পি·এস·ফিল্মসের

মেঘ কালো

স্নুচিত্রা সেন, বসন্ত অভিনীত
পবিত্র চ্যাটার্জি প্রযোজিত
পরিচালনা : সুশীল মুখার্জি
সঙ্গীত : পবিত্র চ্যাটার্জি

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।